জোড়া কবিতা

শাহেদ পারভেজ (২৫)

ঈজেল

সেই হতবাক চোখে তাকিয়ে থাকা .....
স্বপ্নের ঈজেলে-
সাদা-কালো অথবা রঙ্গিন কোন ছবি আঁকা,
খুব সেকেলে মনে হয় আজকাল।
বার্ধক্যের ভাইরাস, লাঠি-সোটা নিয়ে-
হামলা করে মগজের সদর দরজা গলে।
মলাট ছেড়া ভাবনাগুলো -
ছুটি নিয়ে পালায়।
দুনিয়াটা রং বদলায় অহরহ,
কেবল তুমি আমি তেমনি থাকি-
সাদা-কালো অথবা রঙ্গিন কোন ছবি আঁকি.....।
পাপ পুণ্য জড়ো হয়ে থাকে-
শরীর এবং মনে,
বিবেক-বুদ্ধি গচ্ছিত রেখে
বাঁচি কিংবা মরি-
ঝাপসা চোখে আকাশ দেখি,
দেখি ক্লান্ত তারাদের ঘুম....
তবু তুমি আমি তেমনি থাকি-
সাদা-কালো অথবা রঙ্গিন কোন ছবি আকি.....।

রাজরোগ

উইকিলিকে খবর এলো, তথ্য হলো ফাঁস,
ঘুমের ঘোরে রাজা নাকি হাঁটেন বারোমাস।
সেও হত রাজা যদি
হাঁটতো সোজা পথে .....
মওকা পেলেই চেপে বসেন
উল্টো দিকের রথে।
রাজ্য জুড়ে বদ্যি-বামুন
হুমড়ি খেয়ে পরে-
শত চেষ্টায়
রোগটা যদি
একটু হলেও সারে।
তন্ত্র-মন্ত্র থেরাপি সবই হলো ফেল-
পুরষ্কার মিলল সবার
দু'মাস করে জেল।
অবশেষে মন্ত্রীরা সব
করলো সমন জারি
যার ওষুধে রোগ সারাবে
আধেক রাজ্যি তারই।
এমনি করে কাটল দিন
বছর এবং মাস -
রাজরোগ হয় না লাঘব
ভীষণ সর্বনাশ ।
সবশেষে এক
অন্ধ বামুন জুটল কোথা থেকে-
রাজার কানে মন্ত্র পড়ে
উল্কি দিল এঁকে।
রাজা এখন ঘুমোন শুয়ে
কেবল ডাকেন নাক-
হতেন না আর উল্টো দিকে
সবাই হতবাক।

[শাহেদ পারভেজ (২৫): লেখায় হাতেখড়ি সেই ছোটবেলায়, টাঙ্গাইলে স্কুলে পড়ার সময়। তারপর কলেজ পেরিয়ে মেরিন একাডেমী, মাঝে মধ্যে দু'এক লাইন লেখার সুযোগ হয়েছে। পনের বছরের দীর্ঘ সমুদ্রবাস, ক্যাডেট লাইফ থেকে চীফ ইনজিনিয়ার- এই সময়টাতে লেখা প্রায় হয়নি বললেই চলে। সিঙ্গাপুরের এরকম মহাব্যস্ত জীবনযাত্রাতেও, চেষ্টা করছি লেখা-যোখার অভ্যাস ধরে রাখতে। অভিনন্দন তাদের, যাদের উদ্যোগে সফলভাবে প্রকাশিত হল এই ম্যাগাজিন।]